যায়যায়দিন

তারিখ ... AUG. 29 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২.....

সিগারেট কম্পানির টার্গেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা

ক্যাম্পাসে অবাধ ধূমপান ঠেকাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

তিক রহমান পূর্ণিয়া

কা ইউনিভার্সিটির মহসিন হলের সামনে সুমন জেনারেল টারে প্রতিদিন চারটি দামি ব্র্যান্ডের কমপক্ষে ২০ প্যাকেট গারেট বিক্রি হয়। যার দাম প্রায় ১২০০ টাকা। আমাদের ঢাকা উনিভার্সিটি রিপোর্টার পলাশ সরকার জানিয়েছেন, মহসিন লের সামনে সিগারেট বিক্রির দোকান আছে দশটি। প্রতিটি ত্রহল ঘিরে এবং সারা ক্যাম্পাস জুড়ে এরকম চা-সিগারেটের াকান আছে ৭০টির মতো। ভাসমান বিক্রেতা আছে আরো ২০ কে ২৫ জন। এর সবাই মিলে সারা দিনে ক্যাম্পাসে কমপক্ষে ০০ প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করে। যার গড় দাম এক লাখ ২০ জার টাকা। অর্থাৎ ২৮ হাজার শিক্ষার্থী এবং প্রায় দেড় হাজার ক্ষকের এ ইউনিভার্সিটিতে এক মাসে শুধু দামি ব্র্যান্ডের গারেট বিক্রি হয় প্রায় ৩৬ লাখ টাকার।

াহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ট্রান্সপোর্ট অফিসের কাছে নুরুর চা-গারেটের দোকানে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট বিক্রি হয় ২ থেকে ৩০ প্যাকেট। যার দাম প্রায় এক হাজার টাকা। াহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার আদনান মনোয়ার হোসেন ানিয়েছেন, ইউনিভার্সিটির ছাত্রহল ছাড়াও প্রান্তিক গেট, ডেইরি ার্মের গেট এবং ভাসমান বিক্রেতাসহ প্রায় অর্ধশত দোকানে গারেট পাওয়া যায়। সে হিসাবে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির পায়ী ছাত্ররা প্রতিদিন প্রায় ১৩ হাজার টাকা দামের সিগারেট ন। এ হিসাবে ইউনিভার্সিটির ১০ হাজার শিক্ষার্থীর ও কয়েকশ পায়ী শিক্ষক মিলে মাসে খরচ করেন প্রায় চার লাখ টাকা।

বাস্তবতায় প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়া ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য বহার নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০৫ ইউনিভার্সিটিগুলোতে কার্যকর রতে চাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে শের ৭৯টি পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে চিঠি দিয়েছে উজিসি। তবে দেশের প্রধান কয়েকটি ইউনিভার্সিটির ভিসিরা নিয়েছেন, তারা এরকম কোনো চিঠি পাননি। এর মধ্যেই গারেট কম্পানিগুলো নানা জরিপ ও কুইজের নামে উনিভার্সিটি পর্যায়ের ছাত্রদের টার্গেট করে হলে হলে ধূমপানের ক্ষে প্রচারণা জোরালো করেছে।

ূন উদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক য়যায়দিনকে বলেছেন, তিনি মনে করেন রাস্তাঘাটে, পার্কে বা সর্ট্যান্ডে ধূমপানবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম চালানোর চেয়ে ূ-শিক্ষকের মধ্য দিয়ে এ প্রচারণা শুরু হলে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত জুন মাসে স্বাস্থ মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক চিঠির সূত্র ধরে শিক্ষা মন্ত্রণাল ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে ধূমপানবিরোধী আইনটি কার্যকর করা ব্যবস্থা নিতে বলে ইউজিসিকে। সে অনুযায়ী ইউজিসি চিঠি পাঠায় দেশের সব ইউনিভার্সিটিতে।

কিন্তু গত শনিবার দেশের একাধিক পাবলিক ও প্রাইভে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর যায়যায়দিনকে বলেছেন, তারা এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি পাননি। কিন্তু ইউজিসি চেয়ারম্যান ড. এ আসাদুজ্জামান জোর দিয়ে বলেছেন, সবগুলো ইউনিভার্সিটিতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, ভিসিরা তাদে গাফিলতি আড়াল করার জন্যই চিঠির কথা অস্বীকার করছেন।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেস মোস্তাহিদুর রহমান বলেছেন, তিনি কোনো চিঠি পাননি এব ধূমপান বিষয়ে তার ইউনিভার্সিটিতে কোনো উদ্যোগও নেয় হয়নি। তবে চিঠিটি ইউনিভার্সিটির অন্য কারো হাতে পড়ে আছে কি না সেটি তিনি দেখবেন। ভিসি বলেন, এ বিষয়ে নতুন কোনো উদ্যোগ নিতে গেলে বাড়তি জনবল বা পুলিশ লাগবে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আলতাফ হোসেনও এরকম কোনো চিঠি পাননি বলে জানান। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এসএমএ ফায়েজ দেশের বাইরে থাকায় তার মন্তব্য জানা যায়নি। তবে ইউনিভার্সিটির একটি উচ্চপর্যায়ের সূত্র যায়যায়দিনকে নিশ্চিত করেছে, সেখানে এখনো ধূমপানবিরোধী নতুন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্ররা প্রকাশ্যে ধূমপান করলেও গতকাল বেশ কয়েকটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদেরও এ বিষয়ে কোনো নতুন উদ্যোগ নেই। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার একেএম রুহুল আমিন যায়যায়দিনকে বলেছেন, ইউজিসি অনেক চিঠি দেয়। ধূমপানবিরোধী উদ্যোগ নেয়ার জন্য এরকম চিঠি এগুলোর মধ্যে থাকতেও পারে। তবে তার ইউনিভার্সিটি এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ এখনো নেয়নি।

তবে ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খান জানিয়েছেন, ইউজিসির চিঠিটি তারা ১০ আগস্ট পেয়েছেন। এ চিঠি পাওয়ার পর তাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের ইউনিভার্সিটিতে বেশ কি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে সচেতনতা তৈরির কাজে লাগানো হচ্ছে